EUROBANGLA
ইউরোবাংলা
EUROPE'S PIONEER BANGLA-ENGLISH NEWS WEEKLY

Board of Management

- **Chairman**
  Meah Monirul Alam
- **Managing Director**
  Helal Uddin
- **Director**
  Nurul Islam Khan
  Islam Uddin

- **Editor**
  Sayed Chowdhury
- **Managing Editor**
  Abdul Munim Karol
- **Special Correspondent**
  Muzammel Hussen
  Kamal Sikder
  Selim Rahman
- **News Editor**
  Siratul Ambia
- **Staff Reporter**
  Badruzzaman Babul
  Ahmed Ali
  Numan Ahmed

Media Consultant : Dr. Mozammel Haque

245 Bethnal Green Road, London E2 6AB
Mobile: 07958481569, 07904639913 E-mail : info@eurobangla.co.uk,
Advert: admin@eurobangla.co.uk, *Web:* www.eurobangla.co.uk
Bangla Khobor Limited. Company Reg. No. 6885764

সম্পাদকীয়

কিশোরগঞ্জের ব্যাংক ডাকাতি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন

গত শুক্রবার কিশোরগঞ্জে সোনালী ব্যাংকের রথখোলা শাখা থেকে ১৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা যে ডাকাতি করেছিল সে মঙ্গলবার র‍্যাবের হাতে ধরা পড়েছে। সে একজন যুবক, নাম সোহেল। তাই বলে কিশোরগঞ্জে নয়, র‍্যাব–১০ তাকে রাজধানীর অদূরে কদমতলীর শ্যামপুর বালুর মাঠের একটি বাসা থেকে টাকাসহ গ্রেফতার করেছে। সঙ্গে ছিল ইদ্রিস নামের এক সহযোগী। প্রায় সম্পূর্ণ টাকাও পাওয়া গেছে ডাকাত সোহেলের কাছে। এত বিপুল পরিমাণ টাকার কারণে তো বটেই, আলোড়ন উঠেছে ব্যাংকের দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণেও। র‍্যাবের কাছে সোহেল যে কাহিনী শুনিয়েছে তা থেকে জানা গেছে, দীর্ঘ দু' বছর ধরে সে সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিল। তারও আগে ব্যাংকের ঠিক পাশের একটি বাসা ভাড়া নিয়েছিল সে। সোহেলকে যিনি বাসা ভাড়া দিয়েছিলেন তার উচিত ছিল ভাড়াটের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। তিনি শুধু না জেনেশুনেই ভাড়া দেননি, ভাড়াটে সারা দিন ও রাত ঘরের ভেতরে বসে কি করে সে সম্পর্কেও কখনও খোঁজ করেননি। দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে এসেছে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কর্মকা-। মাটির দশ-পনেরো ফুট নিচে খোঁড়াখুঁড়ি করেনি সোহেল, করেছে মাত্র দু-চার ফুট নিচে। এজন্যই শব্দ হওয়ার এবং কোনো না কোনো সময় সে শব্দ মানুষের কানে যাওয়ার কথা। কিন্তু আশপাশের কেউ, এমনকি ব্যাংকেরও কোনো লোকজন বা ডিউটিরত কোনো পুলিশ এই শব্দ শোনেনি এবং এ ব্যাপারে সামান্য টেরও পায়নি। এটা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। সবশেষে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে এসেছে ব্যাংকের নিরাপত্তার দিকটি। এমনিতেই প্রতিটি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর হওয়ার কথা। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাসহ আধুনিক প্রযুক্তিও ব্যবহার করার কথা। বড় কথা, ব্যাংক বন্ধ করার আগে টাকা রাখা উচিত ভল্টে বা স্টিলের আলমারিতে। কিন্তু কিশোরগঞ্জের এই সোনালী ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কর্মকর্তারা এমনকি এত বিপুল পরিমাণ টাকাও ভল্টে কিংবা স্টিলের কোনো আলমারিতে রেখে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ সামনে ছিল শুক্র ও শনিবার– ছুটির দুটি দিন। এ সময়ে ডাকাতি যেমন হতে পারে তেমনি ইঁদুরও অনেক টাকার নোট খেয়ে ফেলতে পারতো। কথাটা অবশ্যই বিবেচনায় রাখা কর্মকর্তাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু সোনালী ব্যাংকের কর্তাব্যক্তিরা দিব্যি টেবিলের ওপর ১৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা স্তূপ করে রেখে দু'দিনের জন্য বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। একে অবশ্যই অমার্জনীয় অপরাধ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

এ অবস্থারই সুযোগ নিয়েছিল ডাকাত সোহেল। তার বর্ণনায় জানা গেছে, টেবিলের ওপর টাকার স্তূপ দেখে সে নিজেও নাকি অবাক হয়েছিল। কারণ, তার ধারণা ছিল, সব টাকা থাকবে ভল্টের ভেতরে এবং তাকে সে ভল্ট ভাংতে হবে। ভল্ট ভাংতে হলে শব্দ হতো। সে কারণে তার জন্য ঝুঁকিও যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তেমন কোনো ঝুঁকি তাকে নিতে হয়নি। সে তাই প্রথম দফায় ঢোকার পর নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এসেছে, খাওয়া-দাওয়া করেছে এবং এশার নামায পর্যন্ত পড়েছে। তারপর আবারও সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকেছে ব্যাংকের ভেতরে। ধীরেসুস্থে এক হাজার ও পাঁচশ টাকার বান্ডিলগুলোকে পৃথক করেছে এবং তারপর নয়টি চটের বস্তায় ভরেছে মোট ১৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা। টাকা ভর্তি বস্তাগুলোকে নিজের বাসায় নিয়ে আসা পর্যন্ত তার সময় লেগেছে সাড়ে চার ঘন্টা। এত দীর্ঘ সময়েও ডিউটিতে থাকা পুলিশ বা অন্য কারো নজরে পড়েনি সে। কেউ নাকি টেরও পায়নি! এই সুযোগে সব টাকা বাসায় রেখে ফজরের নামায পড়ার ও নাস্তা খাওয়ার পর সে দুইশ বস্তা চাল কিনেছে এবং পাগলা ঘাট পর্যন্ত আসার জন্য ১২ হাজার টাকায় একটি ট্রাক ভাড়া করেছে। ট্রাকে টাকার বস্তা ওঠাতে গিয়ে একজন লেবারের কাছে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল সে। সাত লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে ওই লেবারের মুখ বন্ধ করেছে সোহেল। ফলে ধরা পড়তে হয়নি তাকে।

সব মিলিয়ে এক দুর্দান্ত সফল ডাকাতিই করেছিল যুবক সোহেল। পরিকল্পনাও তার নিখুঁতই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও র‍্যাবের সর্বাত্মক তৎপরতায় মাত্র ৬০ ঘন্টার মধ্যেই ধরা পড়ে গেছে সে। এজন্য আমরা র‍্যাবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। একই সঙ্গে আমরা মনে করি, ব্যাংকের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া দরকার। ব্যাংকের কেউ বা কয়েকজন জড়িত ছিল কিনা সে ব্যাপারেও দরকার দ্রুত তদন্ত করা। ভল্টে বা স্টিলের আলমারিতে রাখার পরিবর্তে টেবিলের ওপর স্তূপ করে এত বিপুল পরিমাণ টাকা রেখে যাওয়ার অভিযোগে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই উচিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া। সরকার এবং সব ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি ব্যাংকেরই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। ভবন ভাড়া নেয়ার সময়ই সংস্কার ও নতুন নির্মাণসহ এমন আয়োজন করা দরকার যাতে কারো পক্ষেই সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বা অন্য কোনো পন্থায় এত সহজে ডাকাতি করা সম্ভব না হয়। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মতো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা রাখার পাশাপাশি পাহারা দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ ও আনসারদের প্রতিও নজরদারি বাড়াতে হবে। তারা যাতে কর্তব্য বাদ দিয়ে চা-নাস্তা খেয়ে এবং আড্ডা দিয়ে সময় পার করার সুযোগ না পায় তার জন্য প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা আশা করি, কিশোরগঞ্জের ডাকাতির ঘটনা থেকে সংশিষ্ট সবাই শিক্ষা নেবেন এবং দেশের আর কোথাও কোনো ব্যাংকে এ ধরনের ডাকাতি আর ঘটবে না।

গণতন্ত্রের আন্দোলন এখন কোন পথে যাবে

সিরাজুর রহমান

একাত্তরে আমাদের অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা বীর বিক্রমে মূলত গেরিলা যুদ্ধ করেছে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে। ধরা পড়ে গেলে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হয়ে যেত তারা। যেমন নিরুদ্দেশ হয়েছিল আমার পরম স্নেহভাজন শহীদ রুমি। মুখ খোলার সাহস ছিল না দেশের সাধারণ মানুষের। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করলে মৃত্যু অবধারিত ছিল। এমনকি দেশের কোথায় কী হচ্ছে, তাদের জানতে দেয়া হয়নি। লোকে বিবিসির সংবাদ বিশ্বাস করেছে। বহু চেষ্টায় আমরা নানাভাবে কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে বিবিসি থেকে প্রচার করেছি। তাতে সাংঘাতিক ক্রুদ্ধ হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সরকার।

পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে অনেক কড়া প্রতিবাদ করেছে। প্রতিবাদ করেছে বিবিসির কাছেও। নাম ধরে আমার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছে ইয়াহিয়ার সরকার। ওদিকে দখলকৃত পূর্ব পাকিস্তানে বিবিসি নিষিদ্ধ করা হয়। বিবিসিতে খবর পাঠালে, বিবিসির সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ করলে, এমনকি বিবিসির খবর শুনলেও কঠোর শাস্তি হবে বলে ঘোষণা করা হয়। ঢাকায় আমাদের সংবাদদাতা নিজামুদ্দিন আহমেদ মাঝে মধ্যে গোপনে এবং সাঙ্কেতিক ভাষায় কিছু খবর পাঠাতেন। ডিসেম্বর মাসে বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রথম চোটেই নিজামুদ্দিনকে ওরা ধরে নিয়ে যায়। আর কখনো তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সহজেই বোধগম্য যে, রাজনৈতিক ধরনের কোনো প্রকার কথাবার্তা বলার সাহস কারোই ছিল না। সব বড় যুদ্ধেরই অন্তত অর্ধেকাংশ হয় রাজনৈতিক। একাত্তরে রাজনৈতিক যুদ্ধটা করেছিলেন প্রবাসীরা, যুক্তরাজ্যে। বাংলাদেশের বাইরে তখন শুধু এ দেশেই উলেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশী ছিলেন। এই রাজনৈতিক যুদ্ধের কিছু কিছু দিক তুলে ধরা বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই প্রাসঙ্গিক।

পঁচিশ মাচের্র পাশবিক বব্রতার খবর লন্ডনে এসে পৌঁছায় পরের দিন বিকেলে। বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠানে কয়েকজন পূর্ব পাকিস্তানি উচ্চশিক্ষার্থী খন্ডকালীন কাজ করতেন। তারা এবং আমি ক্যান্টিনে বসে স্থির করলাম, একটা জাতির ওপর এমন অমানুষিক সামরিক হামলার পটভূমি বিশ্ববাসীকে জানতে দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাদের সমর্থনের আবেদন করব। সে সন্ধ্যার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ফ্যাক্টশিটগুলো লিখতাম। উপরি উক্ত উচ্চশিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নামে সেগুলো স্টেনসিলে মুদ্রণ করে মিডিয়া, পার্লামেন্ট সদস্য, হাইকোর্টের বিচারপতি এবং বিদেশী দূতাবাসগুলোতে বিলি করতেন। সংশিষ্ট উচ্চশিক্ষার্থীদের কয়েকজন ছিলেন রাজিউল হাসান, ওয়ালি আশরাফ, বুলবুল মাহমুদ, এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপিকা সুরাইয়া খানম প্রমুখ।

কী ধরনের কাজ আমরা করেছি, এর একটা দৃষ্টান্ত প্রাসঙ্গিক হবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন অধ্যাপক আগে পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। তারা যৌথভাবে একটি দলিলে দেখিয়েছিলেন যে, যথোচিত ব্যবস্থা নেয়া হলে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ স্বনিভর্র হতে পারে। ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার কূটনৈতিক সম্পাদক জন রিডলি একদিন সকালে টেলিফোন করে জানালেন, পাকিস্তান পররাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে আবদুল কাইয়ুমের স্বাক্ষরিত একটি দলিল তারা পেয়েছেন। যাতে বলা হয়েছে, স্বাধীন হলে বাংলাদেশ কখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। আমি তাকে পরামর্শ দিলাম যে, দলিলটা ছেপে দেয়াই তাদের উচিত। তার পরেই আমেরিকার মিশিগান রাজ্যে আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু ডা: শামসুল হককে টেলিফোন করে বলি যে, হার্ভার্ড দলিলটা আমাদের অবিলম্বে চাই। ডা: হক পরদিন সকালেই সে দলিল নিয়ে লন্ডনে এসে হাজির হলেন এবং সেদিন সন্ধ্যার আগেই ৩২ পৃষ্ঠার সে দলিলের পাঁচ হাজার কপি আমরা সাইকোস্টাইল করে মিডিয়াসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মহলে প্রচার করতে পেরেছিলাম। হার্ভার্ড দলিলটি পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি সূত্র থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল। আবদুল কাইয়ুমের স্বাক্ষরিত পাকিস্তান সরকারের দলিলটি এরপর আর কেউ বিশ্বাস করেনি।

বিবিসির চাকরির শর্ত অনুযায়ী, এই রাজনৈতিক ভূমিকা আমার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। পরে সে জন্য আমাকে অন্তত দু'বার পদোন্নতি দেয়া হয়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবরাদি সংগ্রহ এবং প্রচার করা, (প্রতিদিন, কোনো কোনো দিন দু'বার) মিডিয়াকে ব্রিফ করা, ফ্যাক্টশিট লেখা ইত্যাদির

....৩০ পাতায়

হিন্দুস্থানী রিমোট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশে ওয়ানওয়ে রাজনীতি

অলিউল্লাহ নোমান

বাংলাদেশের রাজনীতি এখন ওয়ান ওয়েতে উঠেছে। ভারতের চোখে বাংলাদেশকে দেখা শুরু করেছেন বিশ্ববাসী। ৫ জানুয়ারীর ভোটার বিহীন নির্বাচনের আগে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সালমান খোরশিদ আমেরিকার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন ভারতের চোখে বাংলাদেশকে দেখতে। ভারতের চোখ দিয়ে দেখলে কেমন বাংলাদেশ দেখা যায় সেটা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। হিন্দুস্থানী কৌশলে বাংলাদেশের রাজনীতির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় এখন আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগ চাইলে সভা-সমাবেশ করা যাবে। আওয়ামী লীগ না চাইলে সভা-সমাবেশ করা যাবে না। আওয়ামী লীগ চাইলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের অফিস খোলা যাবে। আওয়ামী লীগ না চাইলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের অফিস খোলা যাবে না। আওয়ামী লীগ চাইলে কারাগারে আটক বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের জামিন মিলবে। আওয়ামী লীগ না চাইলে আদালতে জামিন না মঞ্জুর হবে। আওয়ামী লীগ চায়নি তাই ২৯ ডিসেম্বর মার্চ ফর ডেমক্রেসি সফল হয়নি। সফল হয়নি কথাটা ভূল। দেশের কোন প্রান্ত থেকে সেদিন ঢাকামুখি একটি মিছিলও দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগ চেয়েছে বলেই সোমবার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে সমাবেশ হয়েছে। তাও আবার আওয়ামী লীগের প্রেসকিপশন অনুযায়ী ১৮ দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত একটি দলকে বাদ দিয়ে।

এতে স্পস্ট রাজনীতি এখন ওয়ান ওয়েতে। ওয়ান ওয়েতে উঠলে গাড়ি যেমন স্বাভাবিক গতিতে চলে, বিপরীত দিক থেকে গাড়ি আসার কোন সুযোগ থাকে না। তেমনি বাংলাদেশের ওয়ান ওয়ে রাজনীতির চালক এখন শেখ হাসিনা। রিমোট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে হিন্দুস্থান থেকে। যেমনটা বলেছিলেন ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সালমান খুরশিদ। ওয়ান ওয়ে রাজনীতির এখন হানিমুন পিরিয়ড চলছে। এরশাদের ভেলকিবাজি, আর রওশনের ক্যারিশমায় জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের গর্বে। এরশাদ এবং রওশনকে নিয়ে রাজনীতির আলোচনা করা আর অযথা সময় নস্টের মাধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ৫ ভাগ ভোটারের অংশ গ্রহনের নির্বাচনে বিজয়ী সরকার জাতিকে একের পর এক লাশ উপহার দিচ্ছে হানিমুন পিরিয়ডে। রাজনৈতিক বিরোধী নেতাদের টার্গেট কিলিং অব্যাহত রয়েছে আগের ধরাবাহিকতায়। বরং এখন সেই কিলিং-এর মাত্রা ভিন্নরুপ ধারন করেছে। অবরোধ আন্দোলনের সময় নীল ফামারিতে আসাদুজ্জামান নূরের গাড়ি বহরে হামলা হয়েছিল। সেই হামলার জের ধরে দায়ের হওয়া মামলার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নম্বরে থাকা আসামী ৩ জন ইতোমধ্যে খুন হয়েছেন। তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ধরে নিয়ে খুনের পর লাশ ফেলে রাখে। একই ভাবে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারিকে ধরে নিয়ে খুন করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সীতাকুন্ডে এক শিবির নেতাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ধরে নিয়ে যাওয়ার ২ দিন পর রাস্তার পাশে গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। এভাবে গত ২১ দিনে ৫৭জনকে খুন করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। ভারতের চোখে বাংলাদেশকে দেখতে এসব হত্যাকান্ডকে মিডিয়ায় প্রচার করা হয় রাজনৈতিক সহিংসতা হিসাবে।

হানিমুন পিরিয়ডে সরকার আরেকটি বিষয় জানান দিয়েছেন। ওয়ান ওয়ে রাজনীতির কোন সমালোচক প্রকাশ্যে রাখা হবে না। ওয়ান ওয়েতে চলার পথে কোন বিঘ্ন যাতে না ঘটে সেই সতর্ক দৃস্টি রয়েছে সরকারের। অর্থ্যা ভারতের চোখ দিয়ে দেখতে হবে বাংলাদেশের মিডিয়াকেও। এজন্য সম্প্রতি আওয়ামী লীগের দীর্ঘ ৮ বছরের সঙ্গী দৈনিক ইনকিলাব বন্ধ করে দেয়া হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসেও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার এক পাশে ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দিন, আরেক পাশে নাস্তিক শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বসা ছিলেন এক অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটির আয়োজন ছিল এ এম এম বাহাউদ্দিনের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ জমিয়তুল মোদাররেছিনের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য। ওই অনুষ্ঠানে জমিয়তুল মোদাররেছিনের অন্যতম নেতা এবং দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক রুহুল আমিন খান শেখ হাসিনাকে ইসলামের একজন বিশেষ খাদেম হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছিল শেখ হাসিনা, এ এম এম বাহাউদ্দিন এবং নূরুল ইসলাম নাহিদ সহ সকলে হাত তুলে মোনাজাত করছেন। সেদিনের পরিবেশিত সংবাদ অনুযায়ী অনুষ্ঠানে জমিয়তুল মোদাররেছিনের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে ইসলামের খাদেম হিসাবে আখ্যায়িত করে ধন্যবাদ দেয়া হয়। এরকম সুন্দর দৃশ্যের পরও ইনকিলাব বন্ধ করে দেয়ার ঘটনায় অবাক লেগেছে। স্বার্থের দ্বন্দে দীর্ঘ ৮ বছরের সুন্দর সংসার-এ হয়ত: অমিল হয়েছে। সেটা কাল বিলম্ব না করে শেখ হাসিনা ইনকিলাব বন্ধ করে দিয়েছেন। জানান দিয়েছেন যত সম্পর্কই থাকুক কোন সমালোচনা সহ্য করা হবে না।

....৩০ পাতায়